26 DEC 2002

ভোরের কাগজ

নতুন কমিটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের গ্রুপিং চাঙ্গা হয়ে উঠেছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ছাত্রদলের কমিটি গঠনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে গ্রুপিং রাজনীতি। এক গ্রুপের সঙ্গে অন্য গ্রুপের তিক্ততা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন অবনতি হয়েছে যে গত দুদিনে কয়েকটি হলে মারামারি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির দুজন সদস্যও প্রহৃত হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কমিটি গঠনকে সামনে রেখে ছাত্রদলের প্রতিটি গ্রুপই ক্যাম্পাসে নিজেদের আধিপত্য করতে মারমুখী অবস্থান নিয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রদলের আহ্বায়ক লাল্টু সমর্থিত গ্রুপ ক্যাম্পাসে নিজেদের একক আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আর এই আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে গতকাল বুধবার জসীম উদ্‌দীন হলের (৪১৬) কক্ষ থেকে লাল্টু গ্রুপের লুৎফরসহ বেশ কয়েকজন ক্যাডার মনির সমর্থিত গ্রুপের রাজুকে বের করে দিয়েছে। তবে রাজুর মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ছাত্রদল ঢাবি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বিল্লাল তারেক-এর প্রতিবাদ করলে বুধবার দুপুরে সূর্যসেন হল ক্যাফেটেরিয়ার সামনে লাল্টু গ্রুপের কর্মীরা তাকেও মারধর করে।

এ ছাড়া গত সোমবার রাতে লাল্টু গ্রুপ সমর্থিত জহুরুল হক হল শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিশু মনির সমর্থিত গ্রুপের শুভ এবং জুয়েলকে ডেকে নিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয় বলে ছাত্রদল জহুরুল হক হল সূত্রে জানা গেছে। এরপর থেকে শুভ হল ছেড়ে চলে যায় এবং তার কক্ষে (৩১৫) রাজন নামে অপর এক কর্মীকে তুলে দেয়। গতকাল বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রদল আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইশতিয়াক আহমেদ নাসির সকল ঘটনা মিশুর কাছে জানতে চাইলে মিশু নাসিরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও থাপ্পড় মারে বলে নাসির জানিয়েছে।

এদিকে গতকাল সকালে ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি ইমরান গ্রুপের হেলাল রাজুর সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর গ্রুপের জহির সুমনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। জানা গেছে, জহির বিভিন্ন সময় হলে ফাও খায় এবং গত মঙ্গলবার রাতে ক্যান্টিনে ফাও

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

নতুন কমিটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

● শেষের পাতার পর

খায় ও ক্যান্টিন ম্যানেজারকে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দেয়। ঘটনাটি জানার পর ইমরান গ্রুপের হেলাল রাজু ফাও খাওয়ার প্রতিবাদ জানালে হেলাল রাজু এবং জহির সুমনের মধ্যে এই নিয়ে হাতাহাতি হয়।

এ ছাড়া কমিটি গঠনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে হল কমিটিগুলোতে এবং নিজ গ্রুপের কর্মীদের নেতৃত্বে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে ছাত্রদল সূত্র জানায়। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের কর্মীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে এবং বিভিন্ন হলের বিভিন্ন গ্রুপ আলাদা আলাদাভাবে ক্যাম্পাসে মহড়া দিচ্ছে। একে অপরের বিরুদ্ধে চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি। গত কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষস্থানীয় এক নেতার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। এটা এখন ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।